দৈনিক সংবাদ

JUN. 28 2002

তারিখ ...
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ১

প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস

দু'টি কমিটি গঠিত হলেও নিরপেক্ষ তদন্ত অনুষ্ঠিত হয়নি ॥ পরীক্ষা বাতিলের দাবি

গাইবান্ধা থেকে জেলা বার্তা পরিবেশক ঃ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস হওয়া নিয়ে দু'টি তদন্ত কমিটি গঠিত হলেও নিরপেক্ষ তদন্ত অনুষ্ঠিত না হওয়ার অভিযোগ উঠেছে। অন্যদিকে স্থানীয় তদন্ত কমিটি বর্জন করা হয়েছে। পাশাপাশি পরীক্ষা বাতিলের দাবি উঠেছে।

অভিযোগে জানা যায়, এ প্রশ্নপত্র ফাঁস হওয়া নিয়ে একটি উচ্চ পর্যায়ে তদন্ত কমিটি গাইবান্ধায় এলেও জেলা প্রশাসনের কর্মকর্তারা এ তদন্ত কমিটির ওপর প্রভাব খাটানোর সুযোগ পায়। তারা সাক্ষ্য গ্রহণকালে বিভিন্ন ব্যক্তিকে নানা ভয়ভীতি ও হুমকি প্রদর্শন করে। অন্যদিকে রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের বক্তব্য গ্রহণ ছাড়াই গঠিত উচ্চ পর্যায়ের তদন্ত কমিটি গতকাল গাইবান্ধা ত্যাগ করেছে। এ নিয়ে স্থানীয় রাজনৈতিক মহলে ব্যাপক ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে। তাদের মতে, এ তদন্ত নিরপেক্ষ হয়নি। তারা পরীক্ষা বাতিলের দাবিও জানায়।

সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা যায়, ১৪ই জুন অনুষ্ঠিত প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষায় প্রশ্নপত্র গাইবান্ধা থেকে ফাঁস হওয়া নিয়ে প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের পরিচালক (মনিটরিং ও ইভালুয়েশন) প্রফেসর আবদুল মজিদ ও সিনিয়র সহকারী সচিব এমদাদুল হককে নিয়ে গঠিত উচ্চ পর্যায়ের তদন্ত কমিটি গত ২২শে জুন গাইবান্ধায় আসে। তারা অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক)-এর কার্যালয়ে এ তদন্ত অনুষ্ঠানে অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট মুজিবুর রহমান আল মামুন ও অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) জাহাঙ্গীর আলম উপস্থিত থাকার সুযোগ পায় এবং সাক্ষীদের ওপর চাপ সৃষ্টি, ভয়ভীতি ও নানা হুমকি প্রদর্শন করলেও তদন্তকারি কর্মকর্তারা নিশ্চুপ থাকেন।

উল্লেখ্য, বিভিন্ন পত্রিকায় রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের বরাত দিয়ে গাইবান্ধা থেকে এ প্রশ্নপত্র ফাঁস হওয়ার খবর প্রকাশ পেলেও তদন্তকালে কোন রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের বক্তব্য গ্রহণ করা হয়নি। তাদেরকে তদন্ত অনুষ্ঠানে ডাকাও হয়নি। এতে স্থানীয় রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ ক্ষোভ প্রকাশ করেন। তাদের মতে এ তদন্ত নিরপেক্ষ হয়নি। এ পরীক্ষা বাতিলের দাবি তুলে ধরে তারা বক্তব্য রাখেন।

পক্ষান্তরে একই দিন গাইবান্ধা জেলা প্রশাসন থেকেও অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের নেতৃত্বে অন্য একটি পৃথক তদন্ত কমিটি গঠন করা হলেও ওই তদন্ত অনুষ্ঠান বর্জন করা হয় বলে একাধিক সূত্রে জানা গেছে।